২৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

শিক্ষা কর্মসূচির খাদ্য সাহায্য চট্টগ্রাম বন্দরে পড়ে আছে এক মাস ধরে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

একটি বেসরকারি সংস্থার প্রধানত খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেয়া বিপুল পরিমাণ খাদ্য সাহায্য গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চট্টগ্রাম বন্দরে পড়ে আছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইমপোর্ট পারমিট নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামে প্রতিদিনই বিরাট অংকের অর্থ ডেমারেজ চার্জ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইসি এই খাদ্য সাহায্য ভিয়েতনামে পাঠিয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, বাংলাদেশে ইসি'র দূত মাইকেল দ্রুরি এক চিঠিতে আইপি মওকুফ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বলেছে।

সূত্রমতে, ইনস্টিটিউট অফ ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (আইআইআরডি) নামের একটি এনজিও ১৯৮৯ সাল থেকে

খাদ্য ঃ পৃঃ ৬ কঃ ২

খাদ্য ঃ সাহায্য পড়ে আছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাদ্য সাহায্যের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি। চলতি '৯৬ সালে ইসি ৫ হাজার ১শ' ৩০ মেট্রিক টন গম, ৫শ' ৪০ মেঃ টন চাল, ১শ' ৮০ মেঃ টন ডাল, ১শ' ৮ মেঃ টন চিনি, ৯০ মেঃ টন দুধ এবং ৪৫ মেঃ টন ভোজ্য তেল সম্পূর্ণ অনুদান হিসেবে এই এনজিও'কে দেয়। এই খাদ্য সাহায্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছাড় করানোর জন্য ইতিমধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে মওকুফপত্র সংগ্রহ করা হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) ফি'র মওকুফপত্র এখনও দেয়নি। যদিও দু'বার এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে।

ইসি দূত মাইকেল দ্রুরি বাণিজ্য সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে এই পণ্য দ্রুত খালাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এনজিওটির পক্ষে বিপুল পরিমাণ ডেমারেজ দেয়া সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে খাদ্য সাহায্যের ব্যাপারে কোন ধরনের কর বা ফি'র প্রয়োজন হয় না।